## কোটি কোটি টাকা পাচার

# বিজনাস ডট কম আইটি শিক্ষার আড়ালে হুন্ডি ব্যবসা

**মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসার নামে বাংলাদেশে প্রতারণামূলক নেটওয়ার্কিং ব্যবসা করে আসছে ২২টি প্রতিষ্ঠান। এদের কার্যক্রম নিয়ে এই রিপোর্টটি তৈরি করেছেন আহসান কবির। এছাড়া এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও এদের কার্যক্রম গবেষণায় ছিলেন খোন্দকার তানভীর জামিল, মাহফুজুর রহমান ও জাকিরুল হক তালুকদার**

*এভাবেই ভিড় করছে শত শত মানুষ*

*'অফিসের বাইরে কোনো লিপলেট (লিফলেট) বা ফিল্পচার্ট (ফ্লিপ চার্ট) বা সিডি কিচ্ছু (কিছু) দেখাবেন না। টেকনিক করে অফিসে নিয়ে আসুন। কৌশল করে আনুন। এনে লিডারের হাতে ছেড়ে দিন। ...লগিন (লেগ ইন) ফরম পূরণ করুন। টোকেন মানি নিন। পদ্ধতি মত গুছিয়ে নিয়ে টাকা বের করে ফেলুন। টাকা নিন। যা আছে নিন। নইলে অন্তত বুকিং নিন। ব্যস সব শর্টকাট।'*- ভুল বানান ও বাক্যে লেখা এই প্রতারণামূলক আহ্বান বিজনাস ডট কম নামের একটি প্রতিষ্ঠানের। কম্পিউটারের বিভিন্ন কোর্স শেখানোর নামে এমএলএম পদ্ধতিতে ব্যবসা করে ১ বছরে ২৯ হাজার ৩০০ ডলার (প্রায় ১৮ লাখ টাকা) আয়ের এই 'গাইড লাইন' দেখানোর নামে তারা মানুষকে লোভাতুর স্বপ্ন দেখায়। আর কম সময়ে অল্প পরিশ্রমে লাখপতি হওয়ার লোভাতুর স্বপ্নে হুমড়ি খেয়ে পড়ার পর প্রতারিত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীসহ নানা বয়সী নারী-পুরুষ। অভিযোগ উঠেছে প্রতারণার এই ফাঁদ পেতে হাতিয়ে নেয়া কোটি কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করা হচ্ছে দুবাইতে। এর নেপথ্যে রয়েছে দুবাইভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক প্রতারক চক্র, যারা প্রতারণার দায়ে পাকিস্তানে থাকতে পারেনি।

প্রতারণামূলক নেটওয়ার্ক কোম্পানি গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক বা জিজিএনের (যা ইদানীং বিলুপ্ত হয়েছে) সব গাইড লাইন অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাকের ডগায় পান্থপথ গ্রিন রোড মোড়ে এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বিজনাস ডট কম।

গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রমতে, এই মুহূর্তে সারা দেশে এমএলএম (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং)-এর নামে যারা প্রতারণামূলক ব্যবসা করে মানুষকে ফাঁদে ফেলছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২২টি। এর ভেতরে বিজনাস ডট কম, গ্রামীণ স্টার এডুকেশন, লাইফ টাইম কনসেপ্ট, লাইফ লাইন ট্রেডিং, আল-ফালাহ কমিউনিকেশন সার্ভিসেস লিমিডেট, ডোর ওয়ে মার্কেটিং, এমএক্সএন মার্কেটিং প্লান, জ্ঞানো এক্সেল এন্টারপ্রাইজ, নিউওয়ে (জিজিএন বর্তমান এই নামে ব্যবসা করছে), ডিএক্সএন, ড্রিম বাংলা, এফআইসি, এসএপি, ইউনিসল এবং ডেসটিনি-২০০০ উল্লেখযোগ্য। পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্র যে কারণে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সেটি হচ্ছে আইটি শিক্ষা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষনের নামে তরুণদের মন ভেঙে দেয়া হচ্ছে। আইনানি, মঘা ও হারবাল চিকিৎসা আগে যারা করতো তারা এবং কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও ধর্মের নামে এই প্রতারণামূলক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে। এমন কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে ভিনদেশী কোনো নাগরিককে সামনে রাখা হয়েছে এবং সহজ-সরল মানুষকে প্রতারিত করে বিশাল অঙ্কের টাকা ইতিমধ্যে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

### প্রতারণার জিজিএন স্টাইল

ভীষণ কবিতাপ্রিয় আফজালুর রহমান।

জিজিএনের ব্যবসায় জড়িয়ে নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে নেয়া প্রায় তিন লাখ টাকা ধরা খেয়েছিলেন। আফজালুর রহমান বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথ পোস্ট মাস্টার গল্পে লিখেছিলেন '২য় ভ্রান্তি পাশে পড়িবার জন্য চিত্ত আকুল হইয়া উঠে।' জিজিএনে ধরা খাবার পরও বিজনাস ডট কমের সঙ্গে আবারো জড়িয়ে পড়ি এবং অনেক টাকা পুনরায় হারাই। আমার মতো এমন আফজালের সংখ্যা কমপক্ষে দশ হাজার। জিজিএন আর বিজনাস ডট কমের বেলায় যে কথাটা খাটে সেটি হচ্ছে 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ'!

গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক এ দেশে তাদের প্রতারণামূলক ব্যবসা শুরু করে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর থেকে। এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের শুরু থেকে এই ব্যবসা জমজমাট হয়ে ওঠে। গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে জিজিএনের প্রধান নির্বাহী নবরত্নম নারায়াণথাস সম্পর্কে যা জানা গিয়েছিল তা হচ্ছে এমন যে নারায়ণথাসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা শ্রীলঙ্কায়। যৌবনে তিনি তামিল টাইগারদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এরপর তিনি মুম্বাইয়ে গিয়ে ছবি প্রযোজনা ব্যবসার সঙ্গে জড়ান এবং তিনটি ছবি প্রযোজনা করেন। ১৯৮৮ সালের দিকে নারায়ণথাস কানাডা যান। দশ বছর পরে যারা নারায়ণথাসকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে এমন প্রতারণা ব্যবসা শুরু করেন তারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ছিলেন। একদা জগন্নাথ কলেজের দারুণ প্রভাবশালী ছাত্রনেতা লোটন ও ঝোটন, আমিন এবং পরবর্তীতে জাতীয় পার্টির নেতা ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট বেরুনোর পর পুলিশ নারায়ণথাস, মোহাম্মদ হেসেন ও রফিকুল আমিনসহ অনেকের পাসপোর্ট জব্দ করে। গত বছর একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর স্ত্রী যিনি একটি মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে জড়িত তার চেষ্টায় নারায়ণথাস তার পাসপোর্ট ফিরে পান এবং বর্তমানে কানাডায় রয়েছেন। নারায়ণথাসের মতে বিশেষ কারণে জিজিএন বন্ধ রয়েছে তবে নিউওয়ে তার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি সূত্রমতে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে জিজিএন প্রায় ২২ কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে এ দেশ থেকে বিদেশে পাচার করেছে।

সারা পৃথিবীতে এমএলএম বা মাল্টিলেভেল মার্কেটিং বলতে যে ব্যবসা প্রচলিত আছে তার সঙ্গে এদেশে প্রচলিত ট্রাডিশনাল ব্যবসার বিন্দুমাত্র অমিল নেই। কিন্তু এমএলএমের নামে আফ্রিকার উগান্ডা, মৌরিতানিয়া, কঙ্গোসহ দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারতের একাংশে ও পাকিস্তানে যে ব্যবসা প্রচলিত আছে তার পুরোটাই ধান্দাবাজি ও প্রতারণামূলক। বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান একটি দৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এমএলএমের নামে যে ব্যবসা কিছু প্রতিষ্ঠান করছে সেই ব্যবসা সম্পর্কে কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত হয়নি। তবে আইটি শিক্ষা ও বিদেশী বিনিয়োগের কথা বলে বিজনাস ডট কম কোম্পানি হিসেবে রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক এক্সচেঞ্জ এন্ড ফার্মস-এ নথিভুক্ত হয়। এমএলএমের নামে এ সমস্ত কোম্পানি যে ব্যবসা করছে সে সম্পর্কে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো নীতিমালা হওয়াও সম্ভব না। ডেসটিনি ২০০০-এর চেয়ারম্যান রফিকুল আমীন নিজেও স্বীকার করেছেন যে তিনি একটি নীতিমালার খসড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পেশ করেছিলেন সরকারি অনুমোদনের জন্য। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো নীতিমালা নেই। সুতরাং এমএলএমের নামে যারা পিরামিড গেম, অবৈধ টাকা লেনদেন কিংবা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি (যদিও ডেসটিনি ২০০০-এর বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ রয়েছে)।

জিজিএন পদ্ধতিতে ব্যবসা শুরু করেছিল সেটি হচ্ছে ৪৮০০০ টাকা দিয়ে একটি প্যাকেজ কিনতে হবে এবং আরো দু'জনকে ম্যানেজ করতে হবে। এই দু'জন আরো চারজন আনবেন। এভাবে ছড়িয়ে পড়বে নেটওয়ার্কের জাল। ৪৮০০০ টাকার এই প্যাকেজে ধরা খাবার পর ১৬০০০ এবং পরে ৭৫০০ টাকার প্যাকেজ চালু করেছিল জিজিএন। তারা বাজারে অচল এমন কিছু পণ্য লোভ দিয়ে মানুষকে কিনতে বাধ্য করতো। জিজিএনের মতো একই পদ্ধতিতে ব্যবসা করতে শুরু করে বিজনাস ডট কম। শুধু তাই নয়, ট্রেড লাইসেন্স এবং জয়েন্ট স্টকে নথিভুক্ত হতেও তারা জিজিএনের মতো প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

### বিজনাস ডট কম : প্রতারণার নতুন অধ্যায়

ঢাকার গ্রিন রোড পান্থপথ মোড়ে ৬৯/১ চন্দ্রশীলা সুবাস্তু টাওয়ারের চতুর্থ তলায় জনৈক জাকারিয়া বাংলাদেশ আইটি লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে ফ্লোর ভাড়া করে। চিটাগং বাড়ি এবং ঢাকায় মগবাজারে বসবাসরত এই জাকারিয়া স্থানীয়ভাবে জমির দালাল হিসেবে পরিচিত।

গোয়েন্দা সূত্রমতে, মিরপুর দারুস সালামে অবস্থিত দারুণ উলুম মাদ্রাসায় মাঝে মাঝে আসতেন এক পাকিস্তানি পীর। এই পীরের আস্তানায় জাকারিয়ার সঙ্গে পরিচয় হয় পাকিস্তানি নাগরিক তাহের মুহম্মদ চৌধুরীর সঙ্গে। এই তাহের মুহম্মদ চৌধুরীকে সামনে রেখে জমির দালাল জাকারিয়া বাংলাদেশ আইটি লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠানকে দুই নম্বরির মাধ্যমে বিজনাস ডট কমে রূপান্তরিত করেন। তখন এই দু'জনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তারিকুল হুদা সরকার ও রফিকুল ইসলাম সেলিম। বাংলাদেশ আইটি লিমিটেড যারা কিনা আইটি বা কম্পিউটারভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম এ দেশে চালাতে চায় সেই নামেই ট্রেড লাইসেন্স ও জয়েন্ট স্টকের পারমিশন নেয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। অথচ তারা ব্যবসা শুরু করে বিজনাস ডট কম নামে। এই নেয়ার ভেতরেও ছিল দারুণ দুই নম্বরি। ২০০৩ সালের ২৬ মার্চ এরা ব্যবসা শুরু করলেও ট্রেড লাইসেন্স ও জয়েন্ট স্টকের অন্তর্ভুক্তিকরুণ করা হয় বাংলাদেশ আইটি লিমিটেডকে ২০০৪ সালের এপ্রিলে। চিটাগংয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এনাম চৌধুরীর কাছ থেকে জাকারিয়া, তাহের মুহম্মদ, তারিকুল ও সেলিম গং বাংলাদেশ আইটির নামে চন্দ্রশীলা সুবাস্তু টাওয়ারে ফ্লোর ভাড়া করেছিল। অন্য নাম নিয়ে ব্যবসা শুরু করায় এনাম চৌধুরী রাগান্বিত হন এবং ইতিমধ্যে বিজনাস ডট কমকে এই ফ্লোর ছেড়ে দেবার জন্য নোটিশ দেয়া হয়েছে।

ব্যবসা শুরু করার প্রথমেই তারা তিনটি প্যাকেজ ঘোষণা করে। প্রথম প্যাকেজের মূল্যমান ৩৮০০ টাকা, দ্বিতীয় প্যাকেজের মূল্য ৭৬০০ টাকা এবং তৃতীয় প্যাকেজের মূল্য

### ৩৮০০, ৭৬০০ বা ১১৪০০ টাকায় প্রতিজন

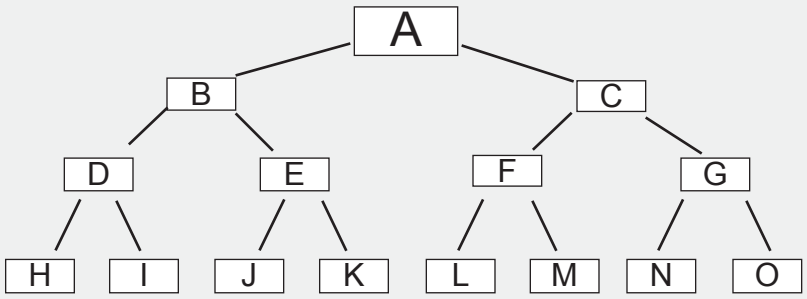


*A B এবং C এই দু'জনকে আনবেন। তারাও টাকা দিয়ে ভর্তি হবে। B এরপর আনবে D ও E কে, C আনবে F ও G কে। তাদেরও টাকা দিতে হবে। এভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় প্রতারণার জাল*

১১৪০০ টাকা। উল্লেখ্য, এসব প্যাকেজ সময়কাল ১ বছর। নতুন বছরে আবারও এই পরিমাণ টাকা দিয়ে সদস্য পদ নবায়ন করতে হবে এবং নতুন করে দু'জনকে আনতে হবে। বিজনাসের একাধিক সদস্য জানান, প্রথম প্রথম এক দু'জনকে এভাবে ম্যানেজ করা সম্ভব হয়। কিন্তু পরে যেহেতু আর সক্ষম ক্রেতা বা ব্যক্তি পাওয়া যায় না সুতরাং বিভিন্ন অংশের সার্কেলগুলো ফ্রিজ বা বন্ধ হয়ে যায়। সচল থাকে না। টাকা দিয়ে পথে বসে যায় লোভাতুর স্বপ্নের মানুষরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর রাশিদুল হাসান একটি দৈনিকের সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এমএলএম কোম্পানি যা দেশে-বিদেশে রয়েছে তার সঙ্গে ট্রাডিশনাল বা প্রচলিত ব্যবসার কোনো অমিল নেই। কিন্তু লোভ বা টাকা কামানোর টোপ দিয়ে বিজনাস ডট কমসহ অন্যান্য কথিত এমএলএম কোম্পানি যা করছে তা স্রেফ প্রতারণা। এক সময় জিজিএনের মতো এসব কোম্পানি কলাপ্স করবে এবং প্রতারিত হবে হাজার হাজার মানুষ।

বিজনাস ডট কমের সূত্রমতে, তাদের সদস্য সংখ্যা ১৬৫০০। সর্ব কম প্যাকেজ অর্থাৎ ৩৮০০ টাকা দিয়ে হিসাব করলে গত পাঁচ মাসে এরা কমপক্ষে ৬ কোটি ২৭ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। একটি সূত্র মতে, এ পর্যন্ত সাড়ে চার কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে দুবাইতে পাচার করেছে তাহের মুহম্মদ ও তার তিন পাকিস্তানি দোসর। এছাড়া তারিকুল হুদা সরকার ও রফিকুল ইসলাম সেলিম এদের সহায়তা করে কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

**এরা কারা?**

পীরের মাজারে জাকারিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়া তাহির মুহম্মদকে বিজনাস ডট কম দুবাইয়ের নাগরিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেও সে মূলত পাকিস্তানি। পাকিস্তানের ডন, জমহুরিয়াত, ইত্তেহাদসহ করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডির একাধিক পত্রিকার খবর অনুযায়ী তাহির মুহম্মদ চৌধুরী (যদিও তার নেম কার্ডে নাম লেখা আছে তাহির মাহমুদ), জামানী আহমেদ, নূর-উল-মাহমুদ ও ইমরান খানকে এমন প্রতারণামূলক নেটওয়ার্ক কোম্পানির নামে অবৈধ ব্যবসা করার জন্য তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয় ও তাদের কোম্পানির কার্যক্রম পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হয়। এরা চারজন এরপর পালিয়ে যান দুবাইয়ে। পীরের মাধ্যমে তাহির মুহম্মদ চৌধুরী জাকারিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পর পুনরায় বাংলাদেশে আসেন এবং বিজনাস ডট কমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। জাকারিয়া এ মুহূর্তে বিজনাস ডট কমের গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই। তাহির মুহম্মদ আছে ফিনান্স ডিরেক্টর পদে। অ্যাক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে রয়েছে তারিকুল হুদা সরকার। অন্য ডিরেক্টর পদে রয়েছে রফিকুল ইসলাম সেলিম। ট্রেইনার হিসেবে আরো দুই পাকিস্তানি আতিফ কামরানসহ আরো একজন ছিলো। তবে একটি সূত্র জানায় পাকিস্তানে থাকতে না পারা এই কয় পাকিস্তানি বিজনাস ডট কমের ব্যবসার নামে কয়েক মাস বাংলাদেশে ছিলো। তাহির ছাড়া এই মুহূর্তে কেউ আর বাংলাদেশে নেই।

বিজনাস ডট কম অবৈধভাবে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে যে দু'জন বাংলাদেশী তাহির মুহম্মদকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে তারা হচ্ছে তারিকুল হুদা সরকার ও রফিকুল ইসলাম সেলিম।

চট্টগ্রামে পুরনো গাড়ির ব্যবসা করি এই পরিচয় দিলেও তারিকুল হুদা ঢাকায় থাকে প্রায়শই। মগবাজারে থাকতো সে। পরে তাহির মুহম্মদ ও সেলিমের সঙ্গে মোহাম্মদপুরের কনফিডেন্স টাওয়ারের ৯ তলায় বাসা নেয়। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, তারিকের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে একাধিক মামলা রয়েছে। তারিকুল হুদা নিজেই স্বীকার করে থাকে যে, চট্টগ্রামে তার গাড়ির অফিসের মালিক তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে বলে তাকে চট্টগ্রামে প্রায়ই হাজিরা দিতে যেতে হয়। এর আগে তারিকুল ডেসটিনি ২০০০-এর সঙ্গে জড়িত ছিল। মাঝে 'সীমান্ত পিলার চালান' এক মামলায় সে কয়েক মাস জেল খেটেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া ঢাকার বাংলামোটরের সোনারতরী টাওয়ারের (সনি বিল্ডিং নামে খ্যাত) ৯ তলায় একটি সিএন্ডএফ ফার্ম কাম আদম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল এই তারিকুল। অনেক মানুষের কাছ থেকে টাকা নেয়া এবং বিদেশে না পাঠানোর কারণে সে আর ঐ ইনডেন্টিং ফার্মে যেতে পারে না বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। সুবাস্তু চন্দ্রশীলা টাওয়ার ও পাশের মনোয়ারা টাওয়ারে (যার মালিক সিআইডিতে কর্মরত এসপি আমজাদ হোসেন। যদিও এটি তার মেয়ে ফারজানা শারমীনের নামে) অফিস স্থাপনের নামে ইন্টেরিয়র ডিজাইন, নির্মাণ, এসি ও কম্পিউটার কেনা এবং স্থাপনের টাকা সে ঠিকমতো পরিশোধ করেনি। মনোয়ারা টাওয়ারে বিজনামের নতুন অফিসের ট্রেড লাইসেন্সও গত পাঁচ মাসে করেনি তারা। নজিবুর রহমান বলেছেন, আমার বারো লাখ টাকা দিচ্ছে না বিজনাস ডট কম। এসি প্রদানকারী অফিস কিংবা কম্পিউটার সাপ্লাইকারী প্রতিষ্ঠানকেও টাকা দেয়নি বিজনাস। প্রথমে মানুষ ও পরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতারণার কাজে তারিকুল নিজের সঙ্গে রাখতো রফিকুল ইসলাম সেলিমকে।

এই সেলিম এক সময় ফ্রিডম পার্টি করতো। লিবিয়ায় কর্নেল (অবঃ) রশীদের ফার্মে চাকরি করতো সে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ বিধায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে সে মুক্তি পায় ও তারিকুলের সঙ্গে বিজনাস ডট কমের ব্যবসা শুরু করে। মোহাম্মদপুরের বিজলী মহল্লায় বসবাসকারী সেলিম সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলার আসামি অহিদুর রহমানের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। তারিক ও তাহির মুহম্মদের জন্য কনফিডেন্স টাওয়ারে বাসা ঠিক করে দেয় এই সেলিম। কিন্তু হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো, ব্যবসার টাকার ভাগাভাগি ও মোহাম্মদপুরের বাসায় মেয়ে মানুষ নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে সেলিমের সঙ্গে তারিকুলের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তার নামে কয়েকটি মামলা দেয়া হয় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ ও আড়াইহাজার থানায়। গত জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে সেলিমকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর তাহির ও তারিকুল কনফিডেন্স টাওয়ারের বাসা ছেড়ে বারিধারায় একটি বাসায় গিয়ে ওঠে।

বিজনাস ডট কমের ৩৮০০ টাকার প্যাকেজে সাধারণ মানুষকে যা দেয়া হয় সেটি হচ্ছে এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, এমএস পাওয়ার পয়েন্টসহ কিছু প্যাকেজ সংবলিত সিডি। যা প্রচলিত দোকানে পাওয়া যায় মাত্র চারশ' টাকায়। এছাড়া ই-মেইল ও ওয়েবসাইট ফ্রি দেয়ার নামে যা বলা হয় সেটির পুরোটাই প্রতারণা। যে কেউ কম্পিউটার অন লাইনে বা ইন্টারনেটে এগুলো ফ্রি করতে পারে। যার জন্য কোনো টাকার দরকার হয় না। এছাড়া এখানে কোনো ক্লাস নেয়া হয় না বললেই চলে। কম্পিউটার শিখতে যাওয়া কয়েক তরুণ জানিয়েছেন, আসলে কম্পিউটার শিক্ষাটাকেই তারা প্রশ্নবিদ্ধ করে ছাড়ছে। তাদের অফিস অর্গানোগ্রামে কম্পিউটার প্রশিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। আর শেখানো হচ্ছে নাকি ১৬ হাজার ৫০০ জনকে। সুবাস্তু টাওয়ারে যারা ব্যবসা করে থাকেন তারা বিজনাস ডট কমের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ। এখানে তারিকুল হুদা সরকার প্রথমে সেলিম পরে পিচ্চি হান্নানের ছেলেদের আশ্রয় দিয়েছে বলে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন। গত সপ্তাহে র‍্যাব সদস্যরা ফারুক নামের এক ক্যাডারকে বিজনাস ডট কম থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে। ঠিকাদার নজিবুর রহমান বলেছেন, অস্ত্র ঠেকিয়ে এই ফারুক আমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা নিয়ে যায়। তারিকুল তাকে লেলিয়ে দিয়েছিল। ইদানীং পিচ্চি হান্নান মারা যাবার পর জেলে থাকা সেলিমের লোকজনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে তারিকুল সুইডেন আসলামের ভাই জাকিরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জনৈক খোরশেদকে ডিরেক্টর হবার প্রস্তাব দিয়েছে বলে বিজনাসের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে। সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য যে মোটিভেশন ক্লাস করানো হয় সেখানে বলা হয়ে থাকে বিজনাসের সঙ্গে নাকি বিল গেটসও

জড়িত আছেন। হাজার হাজার ডলারের লোভ দেখানো হয়। ইদানীং মিজান ও হাওয়া ভবনের সঙ্গে জড়িত মফিকুল ইসলাম তৃপ্তির নাম ভাঙানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তারা নাকি বিজনাসের সঙ্গে জড়িত। তারিকুল হুদা সরকারকে তার মোবাইলে এই প্রশ্ন করা হলে সে বলে, এখনও তৃপ্তি ভাই জড়িত হননি। তবে আমাদের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ আইটি লিমিটেডের নামে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কেন বিজনাস ডট কমের নামে ব্যবসা করছেন এই প্রশ্নের উত্তরে সে এড়িয়ে যায়। মনোয়ারা টাওয়ারের অফিসটির কোনো ট্রেড লাইসেন্স নেই কেন এর জবাবে তারিকুল হুদার উত্তর হলো একই নামে দুটো অফিস খোলা হলে ২য় অফিসের নামেও যে ট্রেড লাইসেন্স লাগে এটি তার জানা ছিল না! দুবাইতে টাকা পাঠানোর প্রসঙ্গও সে এড়িয়ে যায় এবং তার নামে মামলা থাকার কথা সে অস্বীকার করে। বারবার এই প্রতিবেদককে তার সঙ্গে দেখা করে বোঝা পড় করে নেবার অনুরোধ জানায় সে।

উল্লেখ্য, দুবাইভিত্তিক একটি কোম্পানি দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজনাস নিজেকে পরিচয় দিয়ে থাকে। এই দুবাইভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দুবাই পাঠানোর কথা রয়েছে। কিভাবে দেশীয় বিজনাস ডট কম থেকে দুবাইতে টাকা পাঠানো হলো তা তদন্ত করলেই অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে বলে কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে।

### প্রতারণার বাণিজ্যে অন্যান্য কোম্পানি

জিজিএন থেকে বের হয়ে আসার পর রফিকুল আমিন, মোহাম্মদ হোসেনরা ডেসটিনি ২০০০ নাম দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। বিতর্কিত এবং পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখির পর এমএলএম ব্যবসার নীতিমালার ব্যাপারে তারা চেষ্টা করছেন বলে ডেসটিনি সূত্রে জানানো হয়েছে। এছাড়া নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের শোরুম দেয়া এবং সেগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা।

কিন্তু বিজনাস ডট কমের ঠিক পাশের ফ্লোরে অবস্থিত আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নাম গ্রামীণ স্টার এডুকেশন। বিজনাসের মতো একই পদ্ধতিতে ব্যবসা করলেও এর সঙ্গে জড়িতরা জানাচ্ছেন এরা একইভাবে ছাত্র বা প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করলেও সামান্য কিছু ক্লাস নেবার ব্যবস্থা গ্রামীণ স্টার করে থাকে। এদের মোটিভেশন ক্লাসে ড. মুহম্মদ ইউনূসের ভিডিও দেখানো হয়। যেটি দেখিয়ে বলা হয়ে থাকে ড. ইউনূস স্বয়ং এর কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। ব্যাপারটি আদৌ সত্য নয়। এছাড়া ড. মমিন চৌধুরীকে এই প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে বলা হয়ে থাকে। এরা যে সমস্ত চেকের মাধ্যমে টাকা দিয়ে থাকে প্রশিক্ষণার্থীদের, সেই চেকে গ্রামীণ স্টারের কোনো নাম উল্লেখ নেই। উল্লেখ থাকে ইউএস সফট্ওয়্যার লিমিটেড নামের একটি কোম্পানির।

বিজনাসের সঙ্গে জড়িত ছিল এমন কয়েকজন সদস্য খুলনার জনৈক এসএম সৈয়দ হোসেনের সঙ্গে মিলে কাঁটাবনের মোড়ে অবস্থিত কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্সের নিচতলায় লাইফ লাইন ট্রেডিং নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুলেছে। লাইফ লাইন মূলত আলাদা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এরা লাইফ লাইনের ব্যানারে মিশন থার্টিন নামে কাজ করে যাচ্ছে। ছাত্রদলের ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর সাধারণ ছাত্রদের জোর করে লাইফ লাইনের ৬০০ টাকার প্যাকেজ কিনতে বাধ্য করছে বলে জানা গেছে। শান্তিনগরের শান টাওয়ারের ৬ তলায় ডেসটিনির মতো ব্যবসা করছে লাইফ টাইম কনসেপ্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান। জাকির হোসেন নামে ইসলামপুরের এক কাপড় ব্যবসায়ী এর দেখভাল করলেও লাইফ টাইমের সদস্য শফি জানায়, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল শাহাদাত হোসেন লাইফ টাইমের চেয়ারম্যান। এছাড়া ডোরওয়ে মার্কেটিং ও আল ফালাহ কমিউনিকেশন এই প্রতারণামূলক ব্যবসার সঙ্গে ধর্মকে জড়িয়ে শরিয়াহ্ বোর্ড গঠন করেছে। এই শরিয়াহ্ বোর্ডের অধীনে যারা এই দুই কোম্পানির সদস্য হচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে মুজাহিদ। এই প্রতিষ্ঠানে মুজাহিদ হয়ে যারা কাজ করছে তারা দেশপ্রেমিক হিসেবে উপাধি পাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। প্যাকেজের মূল্য ৯০০ টাকা। এই প্যাকেজ কিনে একজন মুজাহিদ হলে সে বাকি দু'জনকে জিজিএন বা বিজনাসের মতো 'অর্থনৈতিক দাওয়াত' দিয়ে থাকে। আলফালাহ তাদের শরিয়াহ্ বোর্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককেও রেখেছিলো। আলফালাহ'র শরিয়াহ্ বোর্ডে থাকা আরবি ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষক বলেছেন, আমাকে কোম্পানির কার্যক্রম না জানিয়ে শরিয়াহ্ বোর্ডে নাম দেয়া হয়েছে। যেহেতু কার্যকর ক্রেতা না থাকায় নিচের দিকের অনেক ক্রেতা প্রতারণার সম্মুখীন হবেন সুতরাং এমন ব্যবসার সঙ্গে আমি জড়িত থাকতে পারি না। এগুলো ইসলামের নামে ভন্ডামি।

আগে রাস্তাঘাটে, মোড়ে মোড়ে কঠিন ও গোপন যৌন রোগের নামে কিছু লিফলেট ছড়ানো হতো। এসব দুই নম্বরি ব্যবসা করতো ইউনানী, মঘা শাস্ত্রীয় দাওয়াখানা ইত্যাদি। সাধারণ ও অশিক্ষিত মানুষকে পুঁজি করে এই ব্যবসা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। সম্প্রতি এমএলএম ব্যবসার নামে এসবের ভেতরেও জড়িয়ে পড়েছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। নারায়ণথাস, পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মুহম্মদের মতো এই ব্যবসার সামনে রাখা হয় প্রথম একজন মালয়েশিয়ান মহিলাকে যার নাম রুহানী। তার প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ডিএক্সএল। যদিও ভদ্রমহিলার পাসপোর্ট জব্দ করেছিল পুলিশ। কিন্তু বল বৃদ্ধি বা যৌনশক্তি বৃদ্ধির ওষুধ প্রতারণার মাধ্যমে বিক্রি করছে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সেগুলো হচ্ছে গুলশান এক নম্বরের ওয়ালী সেন্টারে অবস্থিত জ্ঞানো এক্সেল এন্টারপ্রাইজ। এর একজন ডিরেক্টরের নাম যুবরাজ। যিনি আগে জিজিএন ও পরে বিজনাস ডট কমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যুবরাজ সাহেব নিজেকে 'সাংবাদিক' হিসেবে পরিচয় দিতেই ভালোবাসেন! অবশ্য জিজিএন, ডেসটিনি, বিজনাস ডট কমসহ এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বরাবরই কিছু 'দুই নম্বর' সাংবাদিক জড়িত ছিলেন বা আছেন। এছাড়া চিকন স্বাস্থ্য মোটা করিয়া থাকি, যুব কল্যাণ প্রজেক্ট কাম লটারির মাধ্যমে কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া ও পুলিশের হাতে প্রতারণার কারণে গ্রেপ্তার হওয়া এমএ বাশার চৌধুরী এমন একটি প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন যার নাম সেপ (প্রাইভেট) লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠান খুলে আবারও প্রতারণা করার দায়ে সেপ-এর কার্যক্রম বেশিদিন চলেনি। তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বলে জানা গেছে।

বিনিয়োগ বোর্ড, জয়েন্ট স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুলিশের কিছু সূত্রে জানা গেছে, এসব অবৈধ ব্যবসা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা প্রশাসনের নাকের ডগাতেই হয়ে থাকে। কোনো এক বিচিত্র কারণে এদের সময় মতো ধরা হয় না। হাজার হাজার মানুষ প্রতারিত হলে, এসব ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে সাময়িক ব্যবস্থা নেয়া হয়। পরে এরা আবারও একই রকম ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। আর এ দেশের মানুষও বড় বিচিত্র। রিপোর্টের প্রথমে উল্লেখ করা আফজালুর রহমান সাহেবের মতো এরা বার বার বিভ্রান্তিতে পড়ে। লোভাতুর স্বপ্নে নিজেদের জড়িয়ে নিজেদের টাকাগুলো খোয়ায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক বলেছেন, সাধারণত উন্নয়নশীল ও অশিক্ষিত মানুষের দেশে এমন কোম্পানির আগমন মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। প্রশাসন ও অসৎ রাজনীতিবিদ আর এলাকার মাস্তানদের পুঁজি করে এরা মূলত মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো ও অর্থনৈতিক ধস নামানোর ব্যবস্থাটাকেই পাকাপোক্ত করে। যার কম্পিউটার শেখার দরকার নেই, যার যে পণ্য কেনার দরকার নেই তাকে লোভে ফেলে সেসব পণ্য কেনানো হয়। অস্বাভাবিক চাহিদা তৈরি করা হয়, যার যোগান দেয়া হয় অবৈধভাবে। আর এতে প্রচলিত নিয়মে সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে যারা ব্যবসা করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হুন্ডি পাচার ছাড়া এরা আর যা করে সেটি হচ্ছে, নিজেদের আয়-ব্যয় সরকারের কাছে তুলে ধরে না। এরা অর্থনৈতিক সন্ত্রাস তৈরি করছে দেশে। কালবিলম্ব না করে এদের গ্রেপ্তার করা উচিত।

ছবি : **খালেদ সরকার**